১। **'রাজবাহনচিরতম্' — এই পাঠ্যাংশটি কোন্ মূলগ্রন্থের কোন অংশের অন্তর্গত ?, গ্রন্থটির লেখক কে? এটি কোন শ্রেণীর গদ্যকাব্য?**

উত্তরম্। রাজবাহনচরিতমিতি পাঠ্যাংশং 'দশকুমারচরিতমিত্যাখ্যস্য গদ্যকাব্যস্য মূলাংশস্য প্রথমোচ্ছ্বাসঃ।

অস্য গ্রন্থস্য রচয়িতা মহাকবিদণ্ডী দশকুমারচরিতম্ গদ্যকাব্যম্ ইতি কথিতবান্।

২। **'রাজবাহনচরিতম্'-এর রচয়িতা কে? তাঁর গ্রন্থগুলির নাম কর। তাঁর লেখা অলংকার শাস্ত্রের বিখ্যাত বইটির নাম কি?**

উত্তরম্। রাজবাহনচরিতস্য রচয়িতা মহাকবি দণ্ডী।

দণ্ডিনঃ ত্রয়াণাং গ্রন্থানাং নামানি যথা — (১) দশকুমারচরিতম্, (২) কাব্যাদর্শঃ (৩) অবন্তিসুন্দরী কথা চ।

দণ্ডিনা বিরচিতস্য অলঙ্কার শাস্ত্রীয়ঃ বিশ্রুতঃ গ্রন্থঃ কাব্যাদর্শঃ।

৩। **'দশকুমারচরিতম্' কাব্যে বর্ণিত দশজন কুমারের নাম কি কি?**

উত্তরম্। দশকুারচরিতে বর্ণিতানাং দশকুমারাণাং নামানি— (১) রাজবাহনঃ, (২) উপহারবর্মা, (৩) অপহারবর্মা, (৪) মিত্রগুপ্তঃ, (৫) মন্ত্রগুপ্তঃ, (৬) অর্থপালঃ, (৭) বিশ্রুতঃ, (৮) পুষ্পোদ্ভবঃ, (৯) প্রমতিঃ, (১০) সোমদত্তশ্চ।

শ্লোকেন— প্রমতির্মন্ত্রগুপ্তশ্চ মিত্রগুপ্তশ্চ বিশ্রুতঃ।
পুষ্পোদ্ভবঃ সোমদত্তোঽর্থপালো রাজবাহনঃ।
উপহারোঽপহারশ্চ বর্মা দশকুমারকাঃ।

৪। **শ্রুত্বা তু ভুবনবৃত্তান্তমঙ্গনা বিস্ময়বিকসিতাক্ষী 'ইদমভাষত' — অঙ্গনা শব্দের অর্থ কি? উত্তমাঙ্গনা বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে? বিস্ময়ে তার চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল কেন?**

উত্তরম্। অঙ্গনা শব্দস্যার্থঃ সুন্দরী নারী।

অত্র উত্তমাঙ্গনা শব্দেন রাজবাহনেন পরিগৃহীতা মালবরাজস্য মানসারস্য কন্যা অবন্তিসুন্দরী নির্দিশ্যতে।

অবন্তিসুন্দরী প্রিয়তমস্য রাজবাহনস্য মুখাৎ অশ্রুতপূর্বং চর্তুদশভুবনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা বিস্ময়বিকসিতাক্ষী সঞ্জাতা।

৫। **পক্কমিদানীং ত্বৎপাদপরিচর্যাফলম্' — উক্তিটির বক্তা কে? উক্তটির যৌক্তিকতা প্রদর্শন কর।**

উত্তরম্। মানসারস্য কন্যায়াঃ রাজবহনস্য প্রিয়তমায়াঃ অবন্তিসুন্দর্যাঃ উক্তিরিয়ম্।

Scanned by CamScanner

বালুকরস্য বিদ্যেশ্বরস্য সহায়েন রাজবাহনঃ অবন্তিসুন্দর্যা সহ মিলিতঃ সন্ তস্যাঃ চিত্তবিনোদনার্থং চতুর্দশভুবনবৃত্তান্তমকথয়ৎ। তচ্ছ্রুত্বৈব রাজকন্যা বিস্ময়াভিভূতা সতী এবমকথয়ৎ।

ততঃ পিত্রাদীনামজ্ঞাতসারেণ ছলেন অবন্তিসুন্দরী প্রেমবশাৎ রাজবাহনেন সহ মিলিতা সত্যপি পাপবোধাৎ অস্বস্থামনুভবতি, কিন্তু রাজবাহন মুখাৎ পুরাণাদি-ধর্মশাস্ত্রং চতুর্দশভুবনবৃত্তান্তাশ্রিতং প্রণয়কাহিনীং শ্রুত্বা স্বস্থা জাতা। অপি চ রাজবাহনমিব পুরুষোত্তমং লব্ধ্বা সা কৃতকৃত্যা জাতা ইতি জ্ঞাপয়িতুমেবমাহ। অতঃ তস্যা প্রশ্নঃ যৌক্তিক ইতি।

৬। 'তমোপহস্ত্বয়াদত্তো জ্ঞানপ্রদীপঃ

'তমোপহ' কথাটির অর্থ কি? কে কি প্রসঙ্গে বলেছে?

উত্তরম্। 'তমোপহ' শব্দস্য বাচ্যার্থ অন্ধকারনাশকঃ। অত্র তু লক্ষ্যার্থঃ অজ্ঞাননাশকঃ ইতি।

রাজবাহনপ্রিয়া অবন্তিসুন্দরী তয়োর্মিলন রজন্যাং রাজবাহনমুখাৎ অশ্রুতপূর্বং বিস্ময়াবহং চতুর্দশভুবনবৃত্তান্তং নিশম্য রাজবাহনং প্রতি এবমকথয়ৎ।

৭। 'সুপ্তয়োস্ত তয়োঃ স্বপ্নে'

তাঁরা কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? সেই স্বপ্ন তাঁদের জীবনে কিভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল বল।

উত্তরম্ রাজকুমারঃ রাজবাহনঃ অবন্তিসুন্দর্যা সহ মিলিত সন্ চতুর্দশভুবনবৃত্তান্তং কথয়িত্বা মিথ সুখালাপং কুর্বন্তৌ উভৌ নিদ্রাচ্ছন্নৌ ভবতঃ। ততঃ নিদ্রায়াং উভৌ এব মৃণালেন বদ্ধপদযুগলং জরঠং হংসমেকম্ অপশ্যতাম্।

অয়ং স্বপ্নঃ তয়োঃ পূর্বজীবনস্য প্রতিচ্ছবি ইব। স্বপ্নদর্শনাৎপরমেব উভৌ জাগরিতৌ, তদা দৃশ্যতে রাজবাহনস্য চরণদ্বয়ং রজতশৃঙ্খলাবদ্ধম্। পূর্বজন্মনি প্রাপ্তাভিশাপঃ তস্যাং নিশায়াং প্রকটিতঃ অভবৎ।

৮। মুক্তকণ্ঠমাচক্রন্দ রাজকন্যা'—

রাজকন্যাটি কে? তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠলেন কেন?

উত্তরম্। উদ্দিষ্টা কন্যা মালবরাজস্য মানসারস্য কন্যা অবন্তিসুন্দরী।

রাজকন্যা আশ্চর্যং স্বপ্নমেকং দৃষ্ট্বা প্রবুদ্ধা রাজবাহনস্য চরণদ্বয়ং রজতশৃঙ্খলেন নিবদ্ধিতং দৃষ্ট্বা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া সতী মুক্তকণ্ঠম্ আচক্রন্দ ইতি।

৯। যখন রাজকন্যা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, তখন কি ঘটল?

উত্তরম্। যদা রাজকন্যা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া সতী মুক্তকণ্ঠমাচক্রন্দ, তদাস্মিন্ ক্ষণে সমন্তে অনির্দ্দিষ্টপ্রবেশাঃ বিবিধরক্ষিবর্গিকাঃ পুরুষাঃ। দৃষ্টশ্চ শৃঙ্খলাবদ্ধং রাজকুমারম্। সদ এব তে তদর্থং চণ্ডবর্মণে নিবেদয়ামাসুঃ।

১০। চণ্ডবর্মা কে ছিলেন? রাজবাহনচরিত হ'তে তার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয়?

উত্তরম্। চণ্ডবর্মা আসীৎ মালবরাজস্য মানসারস্য ভগিনীপুত্রঃ। মানসারাৎ পরং দর্পসারঃ মালবরাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিতঃ যদা তপশ্চরিতুং প্রস্থিতঃ তদা চণ্ডবর্মণি মালবরাজ্যশাসনভারং ন্যস্তমাসীৎ।

১১। দর্পসার কে ছিলেন? তিনি কোথায় তপস্যা করেছিলেন?

উত্তরম্। দর্পসারঃ আসীৎ মালবরাজস্য মানসারস্য জ্যেষ্ঠঃপুত্রস্তথা অবন্তিসুন্দর্য্যাঃ অগ্রজঃ ভ্রাতা।

স কৈলাসে তপশ্চরতিস্ম।

১২। বালচন্দ্রিকা কে ছিলেন? তাঁর স্বামী কে ছিলেন?

উত্তরম্। উজ্জয়িনী নগর্যাঃ কস্যচিৎ বণিজঃ পরমরূপবতী কন্যা বালচন্দ্রিকা। তস্য পতিঃ দশকুমারণামন্যতমঃ কুমারঃ পুষ্পোদ্ভবঃ।

১৩। 'স্মর' তস্যাঃ হংসকথায়াঃ'

কে কাকে একথা বলেছিলেন? হংস কথাটি কিরূপ?

অথবা 'সুপ্তয়োস্ত তয়োঃ স্বপ্নে কশ্চিজ্জরঠ পাদোদ্বদ্ধশ্যাত'— এখানে যে গল্পটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে লিখ।

উত্তরম্। কুমারঃ রাজবাহনঃ বন্দিদশায়াঃ প্রারম্ভে শোকবিহ্বলাং প্রিয়াম্ অবন্তিসুন্দরীং প্রতি এতদ্ বচনমাহ।

হংসকথা তু—পূর্বজন্মনি রাজবাহনঃ শাম্ব ইতি রাজা আসীৎ। তস্য পত্নী অবন্তিসুন্দরী তদা যজ্ঞবতী আসীৎ। একদা যজ্ঞবতী সহায়েন শাম্বেন মরালকপিণঃ মুনেঃ চরণদ্বয়ং মৃণালেন বদ্ধম্। তদা মুনেরভিশাপেন অস্মিন্ জন্মনি মাসদ্বয়ং বিহরদুঃখমনু ভবতা শৃঙ্খলনিগড়িত চরণেন স্থাতব্যম্।

১৪। 'পশ্যতু পতিমদ্যৈব শূলাবতংসিতমিয়মনার্যশীলা কুলপাংসনী'— উক্তিটির বক্তা কেও কার প্রতি এই উক্তিটি করা হয়েছে? কুলপাংসনী কথাটির অর্থ কি? তাকে একথা বলার কারণ কি?

উত্তরম্। তপস্যারতে দর্পসারে অনুপস্থিতে রাজ্যপরিচালনায়ানিযুক্তঃ চণ্ডবর্মা রাজকন্যাম্ অবন্তিসুন্দরীমুদ্দিশ্য কটূক্তিমেতাম্ অকরোৎ।

'কুলপাংসনী' শব্দস্যার্থঃ বংশকলঙ্কিনী।

তস্য উক্তেঃ কারণমত্র—অবন্তিসুন্দরী রাজকন্যা, বংশমর্যাদাসম্পন্না, রাজবাহনস্তু তত সামান্যঃ ব্রাহ্মণসন্তান ইতি বিদিতঃ, অপি চ স চণ্ডবর্মণঃ শত্রো বণিজঃ পুষ্পোদ্ভবস্য মিত্রম্। এতেন নিকৃষ্টপুরুষেণ সহ রাজান্তঃপুরে গুপ্তভাবেন মিলিতা সতী অবন্তিসুন্দরী কুলং কলঙ্কিতমকরোৎ। অতঃ সা কুলপাংসনী।

১৫। দর্পসারের সঙ্গে অবন্তিসুন্দরীর কি সম্বন্ধ? কীর্তিসার কে?

Scanned by CamScanner

উত্তরম্। মালবরাজস্য মানসারস্য দ্বৌ পুত্রৌ দর্পসারঃ কীর্তিসারশ্চ তথা **একা** কন্যা অবন্তিসুন্দরী। অতঃ অবন্তিসুন্দরী দর্পসারস্য কনিষ্ঠা ভগিনী। কীর্তিসারঃ **তয়োঃ** কনিষ্ঠঃ ভ্রাতা।

১৬। চণ্ডেশ্বর কে? তাঁর বিরুদ্ধে চণ্ডবর্মার যুদ্ধাভিযানের কারণ কি?

উত্তর। অঙ্গরাজস্য রাজধানী চম্পানগরী। অঙ্গরাজস্য রাজা সিংহবর্মা **তেন** চণ্ডেশ্বর ইতি অভিহিতঃ।

সিংহবর্মণঃ কন্যাম্ অম্বালিকাং বিবাহার্থং চণ্ডবর্মা ইয়েষ, সিংহবর্মা তু **তস্য** প্রস্তাবং প্রত্যাখ্যাতবান্। তেন চণ্ডবর্মা অবমানিতঃ ক্রুদ্ধঃসন্ সিংহবর্মণঃ দণ্ডবিধানার্থমন্তরং বলাৎ তস্য কন্যাং গ্রহীতুং যুদ্ধাভিযানমকরোৎ।

১৭। চণ্ডেশ্বরের পরাক্রমের বর্ণনা দাও এবং তিনি কিভাবে চণ্ডবর্মা কর্তৃক ধৃত হলেন?

উত্তর। চণ্ডবর্মণা বলৈঃ চম্পানগরী অবরুদ্ধা সতী চণ্ডেশ্বরঃ সিংহবর্মা সিংহ ইবাসহ্য বিক্রমঃ প্রাকারং ভেদয়িত্বা মহতা বলসমুদয়েন নির্গত্য প্রতিবলং প্রতিজগ্রাহ।

মহতি সম্পরায়ে ক্ষীণ সকল সৈন্য মণ্ডল প্রচণ্ড প্রহরণ-শতভিন্নমর্মা সিংহবর্মা করিণঃ করিণমবপ্লুত্য অতিমানুষ প্রাণবলেন চণ্ডবর্মণা জগৃহে।

১৮। 'অদ্যৈব ক্ষপাবসানে বিবাহনীয়া রাজদুহিতা'— এখানে রাজদুহিতা বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে? কার সঙ্গে বিবাহের কথা বলা হয়েছে? কে বা কারা বিবাহের লগ্ন নির্ধারণ করেছিল?

উত্তর। অত্র রাজদুহিতা ইতি চণ্ডেশ্বরস্য সিংহবর্মণঃ কন্যা অম্বালিকা নির্দিশ্যতে।

অত্র ক্রূরকর্মণা চণ্ডবর্মণাসহ সিংহবর্মদুহিতুঃ অম্বালিকায়াঃ বিবাহ ...।

অত্র গণকসঙ্ঘৈঃ অভীপ্সনং, অদ্যৈব নিশাবসানে রাজদুহিতা বিবাহনীয়া ইতি।

১৯। রাজবাহন বিষয়ে দর্পসার চণ্ডবর্মাকে কি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন?

উত্তর। রাজবাহনস্য বিষয়ে দর্পসারস্য নির্দেশঃ—

কন্যান্তঃপুরদূষকোঽপি ন কশ্চিৎ কৃপাবসরঃ। স্থবিরঃ স রাজা জরাবিলুপ্তমানাবমান চিত্তো দুশ্চরিতদুহিতৃ পক্ষপাতী যদেব কিঞ্চিৎ প্রলপতি তন্ন শ্রোতব্যম্। অতঃ অবিলম্বিতমেব তস্য কামোন্মত্তস্য চিত্রবধবার্তা প্রেষণেন শ্রবণোৎসবঃ অস্মাকং বিধেয়ঃ।

২০। চণ্ডবর্মা কিভাবে রাজবাহনকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করেছিলেন?

উত্তর। চণ্ডবর্মা রাজবাহনং নিহন্তুম্ ঈদৃশং নিশ্চয়ং কৃতবান—'প্রাতরেব

রাজভবনদ্বারে দুরাত্মা রাজবাহনঃ সন্নিধাপয়িতব্যঃ। চণ্ডপোতশ্চ মাতঙ্গপতিরুচিত কল্পনোপপন্নঃ তত্রৈব স্থাপনীয়ঃ।

২১। এণজঙ্ঘ কে ছিলেন? জঙ্ঘাকারিক শব্দের অর্থ কি? চণ্ডবর্মার জঙ্ঘাকারিক কে?

উত্তরম্। এণজঙ্ঘঃ আসীৎ চণ্ডবর্মণঃ জঙ্ঘাকারিকঃ।

জঙ্ঘাকারিকঃ শব্দস্য অর্থঃ পদাতিক দ্রুতগামী দূত ইতি।

২২। সুরত মঞ্জরী কে ছিলেন? কিভাবে তিনি রজতশৃঙ্খলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন?

অথবা, 'অবসিতশ্চ মমাদ্য শাপঃ'। — শব্দটি কি? এবং তার অবসান কিভাবে হওয়ার কথা?

উত্তরম্। সুরতমঞ্জরী আসীৎ সোমরশ্মি সম্ভবা দেবকন্যা—

একদা তস্যাং গগনমার্গে গচ্ছন্ত্যাং নলিনীলুব্ধ মুগ্ধ কলহংসানুবদ্ধকণ্ঠ্যায়া তুহিনবারণক্ষোভবিস্রস্ত বিগলিত হারযষ্টি জাতু হৈমবতে সরসি মন্দোদকে মগ্নোন্মগ্নস্য মহর্ষের্মার্কণ্ডেয়স্য মস্তকে অপতৎ। তেন কোপিতেন মুনি শাপঃ।— 'পাপে ত্বমস্থ লোহজাতিমজাত চৈতন্যা। স পুনঃ প্রসাদ্যমানঃ রাজবাহনস্য পাদপদ্মদ্বয়স্য মাসদ্বয়মাত্রং সম্বন্ধামেত্য নিস্তরণীয়ামিমাপদমপরিক্ষীণ শক্তিম্ভং চ পঞ্চেন্দ্রিয়াণামকল্পয়ৎ।

'অবসিতশ্চ মমাদ্য শাপঃ' ইতি বচনং সোমরশ্মিসম্ভবা দেবকন্যা সুরতমঞ্জরী সদ্যশৃঙ্খলমুক্তং রাজবাহনং প্রতি অকথয়ৎ।

২৩। রাজবাহনের পদদ্বয় কিভাবে রজতশৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল এবং কিভাবে মুক্ত হয়েছিল? অথবা চণ্ডবর্মার হাত থেকে রাজবাহনের মুক্তিলাভের ঘটনাটি বিবৃত কর।

উত্তরম্। সুরতমঞ্জর্যাঃ অনন্তেন চ পাপেন রজতশৃঙ্খলীভূতাং তাং ঐক্ষ্বাকস্য রাজ্ঞো বেগবতঃ পৌত্রঃ পুত্রো মানবেগস্য বীরশেখরো নাম বিদ্যাধরঃ কৈলাস পর্বতে প্রাপ্তবান্। অথাসৌ পিতৃশত্রুং বিদ্যাধরচক্রবর্তিনং নরবাহনদত্তং জেতুং তপস্যতা দর্পসারেণ সহ সমসৃজ্যত। প্রতিশ্রুতঞ্চ তেন তস্মৈ ভগিনী অবন্তিসুন্দরী প্রদাতব্যা। অন্যদা মানসীপ্রিয়াম্ অবন্তিসুন্দরীং দিদৃক্ষুঃ তিরস্করিণ্যা বিদ্যয়া কুমারীপুরং প্রবিশ্য রাজবাহনাঙ্কাপাশ্রয়াং সুরতখেদসুপ্তগাত্রীং তাং দৃষ্ট্বা কুপিতোঽপি অনুভব প্রতিরুদ্ধ নিগ্রহান্তরাধ্যবসায় শৃঙ্খলরূপিণ্যা সুরতমঞ্জর্যা কুমারস্য পাদপদ্মযুগলং নিগড়য়িত্বা অপাসরৎ।

ততঃ যদা চণ্ডবর্মা চণ্ডপোতেন রাজবাহনং হন্তুং পরিকল্পনামকরোৎ তদৈব মাসদ্বয়ান্তে সুরতমঞ্জর্যা শাপাবসানং তেনৈবসহ রাজবাহনঃ শৃঙ্খলমুক্তশ্চ বভূব।

২৪। 'প্রতিশ্রুতং চ তেন স্বসুরবন্তিসুন্দর্যাঃ প্রদানম্'— তেন এবং তস্মৈ পদের দ্বারা কাদের নির্দেশ করা হয়েছে? উক্তিটির সরল অর্থ কি?

Scanned by CamScanner

উত্তরম্। অত্র তেন পদেন দর্পসারঃ তস্মৈ পদেন চ বীরশেখরঃ নির্দিশ্যতে। পিতৃপ্রযুক্তবৈরে প্রবর্তমানে বিদ্যাধরচক্রবর্তিনি নরবাহনদত্তে কৃতাঞ্জলিঃ তস্যাপকারক্ষমঃ ইতি মত্বা দর্পসারেণ সহ মিলিতোঽভবৎ। তদা দর্পসারেণ প্রতিশ্রুতং যৎ তেন বীরশেখরায় ভগিনী অবন্তিসুন্দরী দাতব্যা ইতি।

২৫। **বীরশেখরের পরিচয় দাও।**

উত্তরম্। বীরশেখর আসীৎ ইক্ষ্বাকুবংশীয়রাজঃ বেগবতঃ পৌত্রস্তথা মানবেগস্য পুত্রঃ।

২৬। **নরবাহনদত্ত কে?**

উত্তরম্। নরবাহনদত্তঃ আসীৎ বৎসরাজস্য উদয়নস্যপুত্রঃ। তস্য মাতা বাসবদত্তা। স স্বকীয়েন বলেন বিদ্যাধরাণাং চক্রবর্তিপদম্ অধিকৃতবান্।

২৭। **অপহারবর্মা কে?**

উত্তরম্। দশকুমারাণামন্যতমঃ কুমারঃ অপহারবর্মা। মগধরাজস্য রাজহংসস্য পরমং মিত্রং মিথিলারাজ প্রহারবর্মা তস্য পিতা ইতি।

২৮। **চণ্ডবর্মাকে কিভাবে কখন কে হত্যা করেছিল?**

উত্তরম্। যাবৎ চণ্ডবর্মা নিশাবসানকালে গণকনির্দিষ্টে ক্ষণে সিংহবর্মণঃ রাজান্তঃপুরে তস্যৈব কন্যায়াঃ অম্বালিকায়াঃ পাণিস্পর্শরাগ প্রসারিতে বাহুদণ্ডে এব অবলম্ব্য সরভসমাকৃষ্য কেনাপি দুষ্কর কর্মণা তস্করেণ নখর প্রহারেণ নিহতঃ।

২৯। **স্তম্বেরম ও আধোরণ শব্দটির অর্থ কি কি?**

উত্তরম্। 'স্তম্বেরম' শব্দস্য অর্থঃ হস্তী, 'আধোরণ' শব্দস্য চ অর্থঃ হস্তিপকঃ।

৩০। **'কঃ স মহাপুরুষো যেনৈতাম্মানুষমাত্রদুষ্করং মহৎকর্মানুষ্ঠিতম্'?— এখানে মহাপুরুষ কে? মহৎকর্ম বলতে কি বোঝানো হয়েছে?**

উত্তরম্। অত্র মহাপুরুষ শব্দেন অসাধ্যসাধকঃ অপহারবর্মা অভিহিতঃ। স নিষ্ঠুরকর্মাণং চণ্ডবর্মাণং নিহত্য দুষ্করং মহৎকর্ম অনুষ্ঠিতবানিতি।

বিগত পাঁচবছরের পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

2001

1. Compare and contrast the Character of Rajvahana and chandravarma as you find your Text Rajvahana

Ans.— মহাকবি দণ্ডিবিরচিত দশকুমার চরিতান্তর্গত রাজবাহনচরিতম্ নামক পাঠ্যাংশে রাজবাহন ও চণ্ডবর্মার চরিত্র নায়ক ও প্রতিনায়কের চরিত্র রূপে চিত্রিত হয়েছে। পাশাপাশি সহাবস্থানের মত দণ্ডীর রাজবাহন চরিতে রাজবাহন ও চণ্ডবর্মার অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

রাজবাহন ঃ— মহারাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহন হলেন সর্বগুণান্বিত এক মহান পুরুষ বিশেষ। সমস্ত সদ্‌গুণ তথা শুভশক্তির আধার স্বরূপ রাজবাহন। মহর্ষিবামদেব রাজহংসকে রাজবাহন সম্পর্কে বলেছেন, 'ভূনাথ ত্বদীয় মনোরথ ফলমিব সমৃদ্ধলাবণ্যং তারুণ্যং নূতনিতো ভবৎপুত্রোঽনুভবতি,' অর্থাৎ আপনার অভিলষিত ফলস্বরূপ মিত্রপ্রিয় পুত্র পরম সৌন্দর্যময় যৌবন অনুভব করছে। এরদ্বারা রাজবাহনের একটি গুণোৎকর্ষ পরিস্ফুট যে, তিনি আবাল্য মিত্রপ্রিয়। মিত্রগুপ্তাদি নজন কুমারের সঙ্গে তাঁর কোনরূপ রক্ত-সম্পর্ক বা আত্মীয়তা সম্পর্ক না থাকলেও সকলের প্রতি তাঁর সৌহার্দ্যই সকলকে তাঁর বশীভূত করেছিল। বামদেব তাঁর সম্পর্কে আর একটি কথা বলেছেন, 'সকলক্লেশ সহঃ অর্থাৎ সমস্ত প্রকার কষ্টসহিষ্ণু। রাজবাহনের এই কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বন্দীদশা কালে।

রাজবাহন যেমন উদার, কষ্টসহিষ্ণু তেমনই ছিলেন ধৈর্যশীল। তাঁর ধীরতার ফলেই তাঁর শরীরে এক দিব্য প্রভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর ধীরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে যখন তিনি পূর্বজন্মের অভিশাপের ফলে শৃঙ্খলিত হয়ে শত্রুর আয়ত্তীভূত হয়েছিলেন, তখন অবন্তিসুন্দরীসহ সমস্ত অন্তঃপুরিকারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে অস্থির ভাবে কাঁদতে থাকলেও তিনি 'স্বাভাবধীর সর্বপৌরুষভূমিঃ সহিষ্ণুত্বৈক প্রতিক্রিয়াং দেবীমেব তামাপদমবধার্য "স্মর তস্যা হংসগামিনি হংসকথায়াঃ সহস্ববাসু মাসদ্বয়ম্"— ইতি প্রাণ পরিত্যাগিনীং প্রাণসমাং সমাশ্বাস্যবিশ্যতামযাসীৎ'— স্বভাবশান্ত সকল পৌরুষের আধার রাজকুমার ঐ দৈববিপদের প্রতিকার একমাত্র সহিষ্ণুতা নিশ্চয় করে 'মরালগামিনি বালিকে! সেই হাঁসের কাহিনী মনে কর, দুমাস বিরহদুঃখ সহ্য কর' বলে প্রাণত্যাগোদ্যতা প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে আশ্বাস দিয়ে নিজে শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। এভাবে পরম কষ্টসহিষ্ণুতা ও অসীম ধৈর্যশীলতায় সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে রাজবাহন অভীষ্টালাভে কৃতকার্য হয়েছেন।

Scanned by CamScanner

রাজবাহন ছিলেন অসাধারণ শক্তি ও বীরত্বের অধিকারী। তাঁর একটি উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর শক্তিমত্তা তথা বীরত্বের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন। চন্ডবর্মার নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি চন্ডপোতে চড়ে সেই চন্ডবর্মানিহন্তা বীরকে আহ্বান করে বলেছেন, 'যেনৈতন্মানুষমাত্র দুষ্কর মহৎকর্মানুষ্ঠিতম্। আগচ্ছতু ময়া সহৈনং মত্তহস্তিনমারোহতু। অভয়ং মদুপকণ্ঠবর্তিনো দেবদানবৈরপি বিগৃহ্যনস্য"।—যিনি সাধারণ মানুষের দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন, তিনি আসুন, আমার কাছে থেকে দেবতা-দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও ভয় নাই। এরূপ আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং সর্বজনশরণ্যতা রাজবাহনের চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

তিনি যেমন পিতার হৃতসম্মান উদ্ধারের জন্য বীরবিক্রমে সকল বিপদের সম্মুখীন হয়ে অদর্শ পুত্রের ভূমিকা পালন করেছেন, অনুরূপ পত্নীরূপে গৃহীতা নারীর প্রতি বিপদের মধ্যেও সহানুভূতি প্রদর্শন করে তাঁকে জীবন ধারণ করতে শিক্ষা দিয়ে আদর্শ স্বামীর ভূমিকাও পালন করেছেন।

তিনি যেমন অসাধারন ধীর, বীর, পরাক্রমী ছিলেন তেমনি ছিলেন প্রেমময়- পুরুষ, আত্মীয়, অনাত্মীয়, মিত্র, পরিজন, স্ত্রী সকলের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। এই সুগভীর প্রেমের তাগিদে তিনি নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

সুতরাং রাজবাহন ছিলেন কাব্যের যথার্থ ধীরোদাত্ত নায়ক। তাঁর মধ্যে ধীরোদাত্ত নায়কোচিত প্রতিটি গুণ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হয়েছে।

চন্ডবর্মা :— চন্ডবর্মার চরিত্রটি রাজবাহনের সম্পূর্ণ বিপরীত। খলতা, শঠতা দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, ক্রোধ—সমস্ত আসুরী স্বভাবগুলির পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে চন্ডবর্মার চরিত্রে। তার ঘৃণ্য খলতা ও শঠতার জন্য সে তার আশ্রয়দাতা মানসারের বিরুদ্ধাচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তার প্রতিহিংসা পরায়ণতার দুটি উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়।

যেমন প্রথমতঃ তার ভ্রাতা দারুবর্মা নিজেয় দুশ্চরিত্রতার জন্যই পুষ্পোদ্ভবের হাতে নিহত হয়ে ছিল। সেই প্রতিহিংসা বশতঃ পুষ্পোদ্ভবের মিত্র বলে রাজবাহনকে হত্যা করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ অঙ্গরাজ সিংহবর্মা তাঁর কন্যা অম্বালিকাকে চন্ডবর্মার সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত না হওয়ায় সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সিংহবর্মার রাজত্ব আক্রমণ করতে দ্বিধা করে নি।

চন্ডবর্মার দুশ্চরিত্রতা অত্যন্ত নিন্দনীয়। নারী মাত্রই তার উপভোগ্যা। এমনকি যে অবন্তিসুন্দরী তার ভগিনীস্থানীয়া তার প্রতিও তার কামদিগ্ধ দৃষ্টি ছিল। তার প্রমাণ তার উক্তি—'কথমত্রৈনমনুরক্তা মাদৃশেষ্বপি পুরুষসিংহেষু সাবমানা পাপেয়মবন্তিসুন্দরী"।—কি করে পাপিষ্ঠা অবন্তিসুন্দরী আমার মত পুরুষ সিংহকে অবজ্ঞা করে এই ব্যক্তির প্রতি অনুরক্তা হলো।

রাজবাহনের প্রতি তার আচরণই বুঝিয়ে দেয় যে তার নৃশংসতা হিংস্র পাশুকেও হার মানায়।

সুতরাং চন্ডবর্মার চরিত্রটিকে কবি এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, যার মধ্যে কোনও সদগুণের লেশমাত্র নাই। এককথায় বলা যায় চন্ডবর্মা হলো একটি মূর্তিমান অশুভ বা সমস্ত দোষের একটি জীবন্ত বিগ্রহ।

Q. 2. Explain :

অদ্যমে মনসি তমোপহন্ত্রয়া দত্তো জ্ঞানপ্রদীপঃ

Ans:- [৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

3. Short Question :

'শ্রুত্বাতু ভুবনবৃত্তান্তমুত্তমাঙ্গনা'—Who is উত্তমাঙ্গনা? What was her reaction after learning to the stories told by Rajavahana.

Ans. (4 নং প্রশ্নোত্তর।)

4. Who is কীর্তিসার by whom and for what offence he was sent to jail ?

কীর্তিসার হলেন মালবাধিপতি মানসারের কনিষ্ঠ পুত্র তথা দর্পসার ও অবন্তিসুন্দরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

অবন্তিসুন্দরীর সাথে রাজবাহনের মিলনে কীর্তিসার সহযোগিতা করেছে এই সন্দেহক্রমে তৎকালীন মালবের রাজা দর্পসার কৈলাসে তপস্যায় রত থাকায় তার ভারপ্রাপ্ত চণ্ডবর্মাকে আদেশ করেছিল, অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে কীর্তিসারকে বেঁধে কারাগারে আটকে রাখতে।

C. Give the meaning of the স্তম্বেরমঃ and কুলপাংসনী

স্তম্বেরম ঃ— স্তম্বেরম শব্দটির অর্থ হস্তী। এটি একটি যোগরূঢ় শব্দ। কারণ স্তম্বে রমতে ইতি স্তম্বেরম। স্তম্ব শব্দের অর্থ তৃণগুল্ম। সুতরাং গোমহিষাদি তৃনগুল্মভোজী প্রাণিমাত্রই স্তম্বেরম। কিন্তু তা না বুঝিয়ে কেবল হস্তীকেই বুঝায়।

কুলপাংসনী ঃ— কুলপাংসনী শব্দের অর্থ যে নারী কুল অর্থাৎ বংশকে কলঙ্কিত করে অর্থাৎ কুলকলঙ্কিনী। এখানে চন্ডবর্মা রাজকন্যা অবন্তিসুন্দীকে এই বিশেষণ দিয়ে ভর্ৎসনা করেছে।

2002

Q 1. Estimate the place of Dandin as a writer of prose Romance.

Ans. সাহিত্যে কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্য নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। দৃশ্য-কাব্য— যাকে আমরা চলিত কথায় নাটক বলি। যদিও নাটক দৃশ্যকাব্যের একটি

Scanned by CamScanner

ভেদ মাত্র। অপর কাব্য হলো শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্যই গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্য ভেদে দ্বিবিধ। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায়, আগে পদ্য পরে গদ্য রচিতহয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যেও ঋক্ বা পদ্য সমূহের প্রকাশ ঋগ্বেদে। যজুঃ অর্থাৎ গদ্যনিচয়ের সংগ্রহ যজুর্বেদ। প্রথম গদ্যের প্রকাশ বেদের মন্ত্রভাগে সামান্য। তারপর ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে ও উপনিষদে গদ্য রচনা পাই। মহাভারতেও গদ্য-রচনা পাওয়া যায়। যাস্কের নিরুক্ত এবং নানাপ্রকার সূত্র এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যও গদ্যে রচিত।

এই সমস্ত গদ্য থেকে পরবর্ত্তী গদ্যকাব্যের গদ্যের বিলক্ষণ ভেদ আছে। গদ্যকাব্য-সাহিত্যে গদ্যের মধ্যে থাকে অলংকারের পারিপাট্য, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার এবং ব্যক্তি, প্রকৃতি প্রভৃতি বর্ণনার খুঁটিনাটি। গদ্যকবি বাণভট্ট যেমন কাদম্বরীর আখ্যানভাগকে গৌণ করে বর্ণনাকেই মুখ্য করে তুলেছেন। আখ্যানভাগ যেন সকলের অলক্ষ্যে শ্লথগতিতে অগ্রসর হয়েছে।

গদ্যকাব্য রচয়িতা দণ্ডী কিন্তু তাঁর 'দশকুমারচরিতে' রচনারীতির প্রয়োগে অত্যন্ত সংযম দেখিয়েছেন। দশকুমারচরিতের কাহিনী অপেক্ষাকৃত সরল এবং বর্ণনার বাহুল্য- বর্জিত।

গদ্যকাব্য রচনারীতিতে দণ্ডী অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচনা বর্ণময় অথচ বাহুল্যমুক্ত, সহজ ভাষা ও বর্ণনার সারল্যে ভরপুর।

Winternitz মহোদয়ের মত এখানে প্রণিধান যোগ্য—

In respect of language Dandin shows himself as a master of the Kavyastyle overludened with embellishment that of course alternate with simple language of the plain narrator.

History of Indian Literature

দশকুমারচরিত এক অদ্ভুত রসপ্রধান কাব্য, চৌর্যাবিদ্যা। রমণীহরণ, গুপ্তপ্রণয়, দূতিকাপ্রেরণ প্রভৃতি সমাজের অনেক তমসাবৃত দিক তিনি এই কাব্যে উন্মোচিত করেছেন। এইজন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দিকের পণ্ডিত-সমালোচকের দ্বারা তিনি নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র মৃচ্ছকটিক নাটক বাদ দিলে সাধারণ মানুষের জীবন একমাত্র দশকুমারচরিতেই প্রতিফলিত হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত M. Winternitz মহাশয় দশকুমারচরিত সম্পর্কে বলেছেন—

"The Dasakumaracarita is of great interest for Cultural history. In particular we get an insight into the life and activities of inworthy people, rogues, buffoons, thieves, gamblers and harlots."

দণ্ডীর রচনার দোষগুলি হল যে, তাঁর শব্দবিন্যাস ও বাক্যরীতি অর্থবোধকে স্থানে স্থানে দুরূহ করে তুলেছে। বাক্য পদের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে যে, বিষয়ের প্রকাশ পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। অনেক জায়গায় বাক্যের কর্ত্তৃপদ

বাক্যে প্রযুক্ত না হওয়ায়, পূর্ববর্তী বাক্য থেকে তাকে কল্পনা করে নিতে হয়।

তথাপি সজীব চিত্রময় বর্ণনায় বাস্তবধর্মিতায় ললিতমধুর পদবিন্যাসে কাহিনীর মৌলিকতা ও সকলশ্রেণীর চরিত্র-চিত্রণের পারদর্শিতায় দশকুমার চরিতে দণ্ডীর অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব প্রতিপন্ন হয়।

S. K. De মহাশয় তাঁর A History of Sanskrit Literature গ্রন্থে বলেছেন "..... He is successful in further developing lively elements of the popular late, to which he judiciously applies the literary polish and sensibility of the kavya; but the one is never allowed to overpower the other.

গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কিছু কিছু অংশের সঙ্গে দণ্ডীর সাযুজ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু তাতে দণ্ডীর মৌলিকতার হানি ঘটে না।

দণ্ডীর রচনাশৈলী বলতে তাঁর সকল রচনারই মূল্যায়নের প্রশ্ন ওঠে, তবে আমাদের প্রধান উপজীব্য 'দশকুমারচরিত'। কারণ প্রথমতঃ কাব্যাদর্শ গ্রন্থটি কাব্যপর্যায়ভুক্ত নয়, আর তৃতীয় রচনা কেউ বলেন 'অবন্তিসুন্দরী কথা' কেউ বলেন 'ছন্দোবিচিতি'। তবে দশকুমারচরিতটি যে দণ্ডীর রচনা—এ বিষয়ে কারও কোন সংশয় বা সন্দেহ নাই। এ কথাও উল্লেখ্য যে, 'দশকুমারচরিত' একটিমাত্র গ্রন্থই সাহিত্যিকরূপে দণ্ডীকে চিরন্তনতার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একক দশকুমারের মাধ্যমেই দণ্ডীর কবিখ্যাতি বিস্ময়কর প্রসারলাভ করেছিল। তার প্রমাণ—**'কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ'** ইত্যাদি উক্তি। কোন কোন সমালোচক 'নৈষধে পদলালিত্যং'—এই প্রসিদ্ধ উক্তিকে পরিবর্তন করে বলেছেন, **'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং'। গঙ্গাদেবী তাঁর 'মথুরাবিজয়'** কাব্যে দণ্ডীর রচনাকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'আচার্যদণ্ডিনো বাচমাচান্তামৃতসংপদাম্....'।

একটি কিংবদন্তিতে কবি হিসাবে বাল্মীকি ও ব্যাসের পরেই দণ্ডীর নাম উল্লেখ করে বলা হ'য়েছে—

জাতে জগতি বল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি।।

সুতরাং স্বভাবতই এখানে দণ্ডীর সেই সমস্ত বিশেষ গুণগুলি উল্লেখ করতে হয়, যার বলে তিনি জনচিত্তকে জয় করে ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে একাসনে বসার বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন।

কথাটি অতিরঞ্জন হলেও এ-সাক্ষ্য বহন করে যে, এককালে দণ্ডীর রচনশৈলীর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল।

2. Describe fully how Rajvahana was set free from the clutches of chandravarman.

Ans. রাজবাহন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বরের সহায়তায় প্রিয়তমা অবন্তিসুন্দরীর

Scanned by CamScanner

সঙ্গে মিলিত হয়ে চতুর্দশভুবনের বৃত্তান্ত সম্পর্কিত সুখালাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে দুজনেই স্বপ্নের মধ্যে মৃণাল সূত্রে পা বাঁধা অবস্থায় একটি বৃদ্ধ হাঁসকে দেখে দুজনে জেগে উঠে দেখলেন রাজবাহনের পা দুটি রূপার শিকলে বাঁধা আছে। রাজকন্যা ভয় পেয়ে আর্তস্বরে চীৎকার করে কাঁদতে রইলেন। তাঁর কান্না শুনে অন্তঃপুরের সকলে রাজকন্যায় ঘরে উপহিত হলো। তারা সেখানে গিয়ে রাজবাহনকে ঐ অবস্থায় দেখে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তাঁর প্রভাবেই ক্ষান্ত হয়ে প্রভু চন্ডবর্মাকে জানাল।

চন্ডবর্মা সংবাদ পেয়েই রাগের সঙ্গে এসে অগ্নিদৃষ্টিতে দেখেই চিনতে পারল যে, সে তার ভ্রাতার মৃত্যুর কারণস্বরূপা বালচন্দ্রিকার স্বামী বিদেশী বণিকপুত্র পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু। তাই সেই মুহূর্তে অবন্তি সুন্দরীকে কুলকলঙ্কিনী বলে তিরস্কার করে প্রচন্ড রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে কঠিন হাতে রাজবাহনের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

রাজবাহনকে হত্যা করাই ছিল চন্ডবর্মার একান্ত কাম্য। কিন্তু বৃদ্ধ মহারাজ মানসার ও তাঁর মহিষী প্রাণবিসর্জনের ভয় দেখিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন, তবে তাঁদের তখন প্রভুত্ব না থাকায় মুক্ত করতে পারলেন না। চন্ডবর্মা তখন রাজবাহনকে বন্যপশুর মত কাঠের খাঁচায় আটকে রেখে কৈলাস পর্বতে তপস্যারত দর্পসারকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে তার আদেশের অপেক্ষায় রইল।

এরমধ্যেই আবার চন্ডবর্মা অঙ্গরাজ সিংহবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করল। কারণ চন্ডবর্মা পূর্বে সিংহবর্মার কন্যাকে বিবাহ করার যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা সিংহবর্মা প্রত্যাখান করেছিলেন। ঐ অপমানের প্রতিশোধ নিতে অঙ্গরাজ্যের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করল। ঐ যুদ্ধযাত্রার সময় কারও উপর বিশ্বাস না থাকায় পিঞ্জরাবদ্ধ রাজবাহনকে সে সঙ্গে নিল। সিংহবর্মা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চন্ডবর্মার হাতে বন্দী হলেন। এবং সেই দিন রাত্রির শেষেই চন্ডবর্মা অম্বালিকাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করল।

এদিকে কৈলাস পর্বত থেকে দর্পসারের আদেশ নিয়ে এনজঙ্ঘ ফিরে এসে জানাল যে, দর্পসার আদেশ করেছেন যে, শীঘ্রই দুরাত্মা রাজবাহনের বিচিত্র বধের সংবাদ যেন জানান হয়। সেই আদেশ পাওয়া মাত্র চন্ডবর্মার নির্দেশে রাজবাহনকে চন্ডপোত নামে একটি প্রসিদ্ধ মদমত্ত হাতীর সাহায্যে মারার জন্য শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাজবাড়ীর আঙ্গিনায় উপস্থিত করা হলো এবং চন্ডপোতকেও আনা হলো। সেই মুহূর্তেই রাজবাহনের পা থেকে রূপার শিকলটি আপনা হতেই খুলে গেল এবং শিকলটি একটি অপ্সরার রূপ ধারণ করে বলল যে, রাজবাহন যেন দয়া করে তার দিকে কৃপাদৃষ্টিপাত করেন। সে প্রকৃত পক্ষে সোমরশ্মি নামক গন্ধর্বের মেয়ে ;নাম

সুরতমঞ্জরী। একদিন আকাশপথে যাওয়ার সময় তারগলার হারটি ছিঁড়ে স্নানরত মহর্ষি মার্কন্ডেয়ের মাথায় পড়ে। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ধাতুতে পরিণত হওয়ার অভিশাপ দেন। পরে অনুনয় বিনয় করার পর তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বলেন যে, সে শিকলরূপে দুমাস রাজবাহনের পায়ে বাঁধন হয়ে থাকার পর মুক্তি লাভ করবে। সেই অভিশাপে শিকল হওয়ার পর তাকে পান ইক্ষ্বাকুবংশীয় বেগবানের পৌত্র তথা মানসবেগের পুত্র বীরশেখর নামে এক বিদ্যাধর। বীরশেখর আবার বিদ্যাধর চক্রবর্তী নরবাহনদত্তকে পারস্ত করার জন্য তপস্যারত দর্পসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। দর্পসার মিত্রতার সাক্ষ্যস্বরূপ ভগিনী অবন্তি সুন্দরীকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। একদিন রাত্রিতেবীরশেখর অবন্তিসুন্দরীকে দেখার ইচ্ছায় অদৃশ্যভাবে অবন্তিসুন্দরীর অন্তঃপুরে যান। সেদিনই অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হয়ে চতুর্দশভুবনের বৃত্তান্তশুনে প্রেমানুরাগে বিহ্বলা হয়ে রাজবাহনের বুকে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় অবন্তিসুন্দরীকে দেখে রাগে কিছুনা করতে পেরে কুড়িয়ে পাওয়া শিকলটি রাজবাহনের পায়ে বেঁধে দিয়ে আসেন। তারপর ঐ ঘটনার দিনই দুমাস পূর্ণ হওয়ায় সুরতমঞ্জরীর শাপমুক্তি ঘটে আবার রাজবাহনের পূর্বজন্মে প্রাপ্ত অভিশাপও ছিল দুমাস কাল পা বাঁধা অবস্থায় থাকবে। অতএব উভয়ের শাপমুক্তির ফলে রাজবাহন চন্ডবর্মার অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

এই দিনটি হলো সেই দিন—যেদিন চন্ডবর্মা রাজবাহনকে চন্ডপোতের দ্বারা নৃশংসভাবে হত্যা করায় জন্য উপস্থিত করে নিজেই অপহারবর্মার হাতে নিষ্ঠুর নখররাঘাতে নিহত হয়েছিল।

Q.3.Explain. 'পাপে ভজস্ব লোহজাতিত্বম্ অজাতচৈতন্যাসতী।'

Ans. বাংলা ব্যাখ্যা আলোচ্য উক্তিটি মহাকবি দন্ডিবিরচিত 'দশকুমার চরিতম্' গদ্যকাব্যের মূলঅংশের 'রাজবাহন চরিতম্' নামক প্রথমোচ্ছ্বাস হতে গৃহীত।

চন্ডবর্মার আদেশে অঙ্গরাজের রাজবাড়ীর অঙ্গিনায় মত্তহস্তী চণ্ডপোতের সামনে শৃঙ্খলিত রাজবাহনকে উপস্থিত করার মুহূর্তে রাজবাহনের চরণলগ্ন রজত শৃঙ্খল হঠাৎ এক সুরসুন্দরীর রূপ ধারণ করে রাজবাহনের নিকট কৃতঞ্জলি হয়ে তাঁর রজতশৃঙ্খল রূপধারণ এবং রাজবাহনের চরণের বন্ধন হয়ে থাকার বৃত্তান্ত বলার সময় মহর্ষি মার্কন্ডেয়ের এই অভিশাপ-বাণীটি এখানে উল্লেখ করেছেন।

রাজবাহনের অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে মিলনের রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় যে পাদুটি রূপার শিকলে বাঁধা পড়ল তার পিছনে আছে দুটি অভিশাপ। প্রথমতঃ রাজবাহন পূর্বজন্মে রাজা শাম্বরূপে এক রাজহংসরূপী মহর্ষির পা বেঁধে অভিশপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি আগামী জন্মে দুমাসকাল ঐরূপ পা বাঁধা অবস্থায় বিরহদুঃখ ভোগকরবে।

Scanned by CamScanner

আর দ্বিতীয় অভিশাপ কাহিনী হলো সোমরশ্মি নামক গন্ধর্বের কন্যা সুরতমঞ্জরী যখন আকাশ পথে যাচ্ছিল তখন তাঁর গলার হারটি ছিঁড়ে স্নানরত মহর্ষি মার্কন্ডের মাথায় পড়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন,—পাপিষ্ঠে। চেতনাহীন হয়ে ধাতুর অবস্থা প্রাপ্ত হও অর্থাৎ ধাতুময়ী হও শেষে মহর্ষি তারও শাপের অবসান সম্পর্কে নির্দেশ করেছিলেন যে, রাজবাহনের পায়ে দুমাস কাল বাঁধন রূপে থাকার পর তার মুক্তি হবে। সেই দুমাসের শেষে দুজনের দুটি শাপের শেষ দিনে সুরতমঞ্জরী তার দুঃসময় শেষ হওয়ার কাহিনী শোনাল।

এর থেকে সূচিত হয় যে, রাজবাহনের সকল দুর্দৈব নষ্ট হলো। এবার তিনি ক্রমাভ্যুদয়ের ফলে রাজচক্রবর্তী পদে উন্নীত হবেন। গতজন্মে রাজা শাম্বকে মহর্ষি শেষে সন্তুষ্ট হয়ে এরূপ আশীবাদই করেছিলেন যে, দুমাস কাল বন্ধন ও বিরহের যন্ত্রণা ভোগের পর তিনি বহুকাল যাবৎ প্রিয়ার সঙ্গে সুখে রাজ্যভোগ করবেন।

অতএব সেই অভিশপ্ত দুমাস অতিবাহিত হলো। সুরতমঞ্জরীর বৃত্তান্ত থেকে রাজবাহনের অভ্যুদয়ের কাল সূচিত হলো।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ— মহাকবি দন্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতমিত্যখ্যস্য গদ্যকাব্যস্য 'রাজবাহনচরিতম্' শীর্ষকাৎ প্রথমোচ্ছ্বাসাদ গৃহীতেয়মুক্তিঃ।

রাজবাহনস্য চরণপদ্মলগ্নং রজতশৃঙ্খলং যদৃচ্ছয়া সুরসুন্দরী রূপমাস্থায় কৃতাঞ্জলিঃসতী আত্মনোবিকার তায়াঃ রাজবাহনস্য চরণলগ্নতায়াশ্চ বৃত্তান্তংজ্ঞাপয়িতুং সবিশেষং কথনাবসরে মহর্ষে র্মার্কন্ডেয়স্য অভিশাপবাণীমিমাহ।

পাপে রে দুরাচারে অজাতচৈতন্যা অপ্রাপ্তচেতনা সতী লোহজাতিং ধাতুত্বং ভজস্ব প্রতিপদ্যস্ব ইতি।

অবন্তিসুন্দর্যা সহ রাজবাহস্য মিলনরাত্রৌ নিদ্রিতস্য তস্য চরণাব্জযুগলং রজতশৃঙ্খল নিগড়িত মাসীৎ। এতস্য কারণম্ অভিশাপ দ্বয়ম্।

প্রথমোঽভিশাপঃ— রাজবাহনঃ পূর্বজন্মনি রাজা শাম্ব আসীৎ। তদৈকদা পদ্মসরোবরে বিহরন্ কৌতুকাদ্ মরালরূপিনঃ কস্যচিন্ মহর্ষেঃ পাদদ্বয়ং মৃণালসূত্রেন ববন্ধ। তস্য শাপাদ্ ইহজন্মনি মাসদ্বয়ং নিগড়িতচরণঃ সন্ বিরহযন্ত্রনাভোগঃ।

দ্বিতীয়ঃশাপঃ— সোমরশ্মিসম্ভবা সুরতমঞ্জরী নাম সুরসুন্দরী একদা যদা গগনমার্গেনাগচ্ছৎ তদা তস্যাঃ কণ্ঠাৎ একা হারযষ্টির্যদৃচ্ছয়া হৈমবতে সরসি মন্দোদকে মগ্নোন্মগ্নস্য মহর্ষের্মার্কন্ডেয়স্য মস্তকে অপতৎ। তেন স কোপিতঃ শপ্তবান্—'পাপে ভজস্ব লোহজাতিমজাতচৈতন্যা সতী। স পুনঃ প্রসাদ্যমানো রাজবাহনস্যপাদপদ্মদ্বয়স্য মাসদ্বয়মাত্রং সন্ধানতামেত্য নিস্তারণীয়ামিমামাপদম্ পরিক্ষীণ শক্তিত্বঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়া- নামকল্পয়ৎ। যস্মিন্ দিবসে চণ্ডবর্মণঃ আজ্ঞয়া চন্ডপোতেন রাজবাহনং হন্তুং চন্ডপোতস্য পুরতঃ শৃঙ্খলিতং রাজবাহনং রক্ষিণঃ

আনীতবান্ তস্মিন্ দিনে পূর্বোক্তং মাসদ্বয়ম্ অতিক্রান্তম্। তেন রাজবাহনস্য জন্মান্তরীয় শাপঃ অপগতঃ। সুরতমঞ্জরী শপমুক্তা অভবৎ। অতো রাজবাহনস্য দুর্দিনং গতং সুদিনম্ আয়াতম্। তস্য সূচনায়াং দৃশ্যতে যশ্চন্ডবর্মা রাজবাহনং হন্তুম্ সর্বথা উদ্যুক্তবান্ স এব চন্ডবর্মা অপহারবর্মণা নিহতঃ রাজবাহনশ্চ মুক্তোঽভবৎ। অতঃ অদ্য প্রভৃতি রাজবাহনস্য অভ্যুদয়ঃ সূচ্যতে। মহর্ষেরভিশাপানন্তরং তস্য আশীর্বচনস্য ফলান্যুৎপদ্যন্তে—"'অনেককালংবল্লভয়াসহ রাজ্যসুখংলভস্ব' ইতি-ভাবঃ।

Q. 4.White what you know about: দর্পসার, সিংহবর্মা, পুষ্পোদ্ভব, চন্ডবর্মা।

দর্পসার ঃ

দর্পসার ছিলেন মালবের মহারাজ মানসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা মানসারের জীবদ্দশাতেই তিনি মালবের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। দর্পসার তাঁর নামানুসারে যেমন দর্পশালী ছিলেন তেমনি ছিলেন হিংস্র ও লোভী। তাঁর লোভ-দর্পবশতঃ তিনি সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য লাভকরার কামনায় আত্মীয় তথা সমানধর্মা চন্ডবর্মার উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে শিবের আরাধনা করতে কৈলাসে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নিজের একমাত্র ভগিনী অবন্তিসুন্দরী ও কনিষ্ঠভ্রাতা কীর্তিসারকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

সিংহবর্মা ঃ

সিংহবর্মা ছিলেন অঙ্গরাজ্যের রাজা। অঙ্গরাজ্য বলতে পূর্বভারতের বিহার রাজ্য বা বিহার রাজ্যের ভাগলপুর অঞ্চলকে বুঝায়। ত্রেতাযুগে দশরথমিত্র লোমপাদ এই অঙ্গরাজ্য শাসন করতেন। দ্বাপরে দুর্যোধন তাঁর মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গরাজ্য কর্ণকে দান করেন। এই অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল চম্পা নগরী। চম্পানগরীতে থেকে সিংহবর্মা রাজ্যশাসন করতেন বলে তিনি চম্পেশ্বর নামেও অভিহিত ছিলেন। সিংহবর্মা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও অভিমানী রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা অম্বালিকা রমণীকুলের রত্ন হিসাবে কথিতা হতেন। এই কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ফলেই তাঁর সঙ্গে চন্ডবর্মার যুদ্ধ হয়।

পুষ্পোদ্ভব ঃ

পুষ্পোদ্ভব হলেন দশকুমাচরিতম্ কাব্যে বর্ণিত দশজন কুমারের অন্যতম। রাজহংসের অন্যতম মন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের পুত্র রত্নোদ্ভব হলেন পুষ্পোদ্ভবের পিতা। রত্নোদ্ভব ছিলেন বাণিজ্যনিপুণ। তিনি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একসময় কালযবন দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি এক বণিক কন্যাকে বিবাহ করেন। তারপর কিছুদিন বাদে গর্ভবতী পত্নীকে নিয়ে তিনি নিজের দেশে ফিরে আসছিলেন। সেসময় তাঁর

Scanned by CamScanner